পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত
শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষা-শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চের
আবেদন

প্রিয় বন্ধু,

আগামী ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ যেদিন সারা দেশের সব অংশের গরীব-মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া শ্রমিক-কর্মচারীরা (একেবারে মুটিয়া মজদুর থেকে শুরু করে ব্যাঙ্ক-বীমা-রাজ্য-কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী) ১২ দফা দাবিতে ধর্মঘটে যাচ্ছেন, সেদিন এ রাজ্যের রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, বিভিন্ন স্ব-শাসিত সংস্থার শ্রমিক কর্মচারী, এক কথায় বলা যায়, আমরা যারা রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন পাই, আমরাও ধর্মঘট করব বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এই ধর্মঘটের ভিত্তি কি, বা কেন আমরা ধর্মঘটে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম? আপনার মনে উঁকি মারা এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলছি, দুটো কারণে আমরা ধর্মঘট করব—(১) সারা দেশের শ্রমিক-কর্মচারীদের যে ১২ দফা দাবি, তার প্রত্যেকটি আমাদের ক্ষেত্রেও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। যেমন ধরুন মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গটি। চাল, ডাল থেকে শুরু করে দুধ, মাছ, মাংস সহ সব জিনিষের দাম যেভাবে হু হু করে বাড়ছে, তার চাপ সংসার চালাতে গিয়ে আমরা টের পাচ্ছি না কি? বা ধরুন কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গটি। কাজের বাজারের খারাপ হাল কি আমাদের সন্তান-সন্ততিদের সমস্যায় ফেলছে না? এবং (২) মহার্ঘভাতা, বেতন কমিশনের মতন ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলিকে রাজ্য সরকারতো কার্যত কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না। অথচ প্রতিদিন টিভিতে খবরের কাগজে তাঁরা উন্নয়ন নিয়ে কত কথা বলেছেন। আচ্ছা, আমরা কি রাজ্যের মানুষ নই? আমরা কি ভিন্ দেশ থেকে এসে এখানে চাকরি করছি? যখন জিনিষের দাম বাড়ছে, সংসার খরচ প্রতিদিন বাড়ে, তখন মহার্ঘভাতা বকেয়া রাখলে (তাও আবার ৫০ শতাংশ) আমাদের সমস্যা হতে পারে সরকার বোঝে না? আমাদের পাওনা-গন্ডার কথা শুনলেই রাজ্য সরকার আর্থিক সংকট, ঋণের বোঝা ইত্যাদি বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করতে থাকে। কিন্তু দান-খয়রাতির সময় একথা শোনা যায় না। তাছাড়া ঋণ নেই এমন কোন রাজ্য আমাদের দেশে আছে? খোদ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুর ঋণ নেই? আছে। কিন্তু সেখানেতো ঋণের অজুহাত দেখিয়ে সরকারি কর্মচারীদের পাওনা-গন্ডা আটকে রাখা হয় না। জুলাই মাসে একটা ইন্টারিম রিলিফ দেওয়া হ'ল। মাত্র ১০ শতাংশ (চাওয়া হয়েছিল ২৫ শতাংশ)। তাও আবার শুধু ব্যান্ড-পে'র ওপর। কেন্দ্রে বা কোন রাজ্যে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা শুনি নি। এটাও আর্থিক বঞ্চনার চরম নিদর্শন।

এবার ভাবুন ষষ্ঠ বেতন কমিশনের হাল-হকিকৎ। বেতন কমিশন বসেছে ৮ মাস অতিক্রান্ত কিন্তু কোন অগ্রগতি নেই। একবার ৬ মাসের জন্য বেতন কমিশনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে, যা শেষ হবে আগামী নভেম্বরে। এর মধ্যে বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রদান করার কোন সুযোগ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বর্ধিত বেতন চালু হবে। কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ একেবারেই ভাল হয়নি। গড় বেতন বৃদ্ধি কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের ইতিহাসে এবারেই সব থেকে কম। তা নিয়ে ক্ষোভও রয়েছে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের। কিন্তু যাইহোক ভাল-মন্দ মিশিয়ে বেতন বৃদ্ধি চালু তো হ'ল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের। আমাদের সেটুকুও হবে তো? এতো গেল আর্থিক দাবি-দাওয়ার কথা। আমাদের সংগঠন করার অধিকারটাও ঠিকমত ব্যবহার করা যাচ্ছে কি? 'নবান্ন' থেকে শুরু করে রাজ্যের অন্যান্য ছোট-বড় প্রায় সব দপ্তরেই আমলাবর্গের রক্তচক্ষুর সি সি টি ভি সর্বক্ষণ কর্মচারীদের পর্যবেক্ষণ করছে। কাজ কর আর না কর, টেবিলে মাথা গুঁজে বসে থাকো। নিজের কথা বলার জন্য টেবিল ছেড়ে উঠা যাবে না। মাঝেমাঝে ধন্দ হয় আমরা একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নাকি কোন জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারী? এর সাথে বদলির জুজুতো আছেই। অফিসে এসে কাজ কর—বাড়ী যাও। এই বাইরে কিছু বলতে বা করতে গেলেই সোজা ট্রান্সফার অর্ডার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। বলুন তো, এর নাম গণতন্ত্র? গণতন্ত্র মানে কি শুধু পাঁচ বছর অন্তর ভোট দেওয়া?

অবশ্য এই সমস্যা শুধু আজকের সমস্যা নয়। পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে এমনটাই চলছে। আমরা ভেবেছিলাম দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হয়ে হয়তবা সরকারের মতি-গতি কিছুটা পাল্টাবে। না তা হয় নি। বরং আক্রমণ ও বঞ্চনা দুটোই প্রতিদিন বাড়ছে। তাই ২ সেপ্টেম্বর প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জায়গায় যদি যেতে পারি, তাহলে যত অহংকারী আর কর্মচারী বিদ্বেষী প্রশাসনই হোক না কেন, আমাদের কথা ভাবতে বাধ্য হবেই। গত দুটো-তিনটে ধর্মঘটে আমরা সেই জায়গায় পৌঁছতে পারিনি, বলে সরকারের উপেক্ষা বেড়েছে। এবার অন্য বার্তা পৌঁছাতেই হবে। একদিনের বেতন কাটুক। তার পরিমাণ কি প্রতিমাসে ৫০ শতাংশ মহার্ঘভাতা না পাওয়ায় যে ক্ষতি হচ্ছে তার থেকে বেশি? তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী, ব্যাঙ্কের কর্মচারী, বীমার কর্মচারী—ওরাতো যতবার ধর্মঘট করে, ততবার বেতন কাটে। ওঁদের কারোরই একদিনের বেতন আমাদের

থেকে কম নয়। ওঁরা যদি পারে, আমাদের স্বার্থেই অমরা পারব না কেন? আর বদলির জুজু? সে তো এমনিতেও করা হচ্ছে। ক্যান্সারে আক্রান্ত কর্মচারীকে অবসরগ্রহণের মাত্র ৬ মাস আগেও বদলি করা হচ্ছে। আর কয়েক লক্ষ কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী যদি সর্বাত্মক ধর্মঘট করি, তাহলে কোথায় বদলি করা হবে এত মানুষকে? আসুন না এবার চ্যালেঞ্জটা নি নিজেদের স্বার্থে। রাজ্য সরকার বুঝুক পশ্চিমবাংলার শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা কোনো দাবিই ছেড়ে দেয় নি, মাথা নত করতেও শেখে নি।

ধন্যবাদ সহ

মনোজ কান্তি গুহ

(আহ্বায়ক, যৌথ মঞ্চ)

দাবিসমূহ ঃ

১। ৫০ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং অন্যান্য স্তরের কর্মচারীদের জন্য অবিলম্বে বেতন কমিটি গঠন করতে হবে।

২। রাজ্য সরকারী কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমস্ত অস্থায়ী চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের স্থায়ীকরণ সাপেক্ষে নিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। সেই সঙ্গে বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩। ধর্মঘটসহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে, প্রশাসনিক সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন দপ্তরে হামলাবাজি চলবে না। হয়রানিমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বদলী রদ করতে হবে।

৪। অবিলম্বে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরোধে সর্বজনীন গণ-বণ্টন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং খাদ্যদ্রব্যের বাজারে ফাটকাবাজী ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

৫। সীমাহীন বেকারী রোধ করে সকলের জন্য কর্মসংস্থান করতে সুনিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৬। সমস্ত মুখ্য শ্রম আইনগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করে শ্রমিকদের অধিকারের আইনানুগ মান্যতা দিতে হবে, মালিকদের কোনওরকম ছাড় দেয়া যাবে না। যে মালিক শ্রম আইন ভঙ্গ করবে তাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে।

৭। সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের।

৮। মূল্যসূচকের সাথে পরিবর্তন সাপেক্ষে ১৮,০০০ টাকা ন্যূনতম মাসিক বেতন দিতে হবে।

৯। সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের জন্য প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পরিচালিত সংস্থাগুলির বিলগ্নীকরণ এবং উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পিতভাবে শেয়ার বিক্রি বন্ধ করতে হবে।

১১। স্থায়ী এবং স্থায়ী ধরনের কাজে ঠিকা প্রথায় কাজ করানো বন্ধ করতে হবে এবং সমকাজে সমবেতনের ভিত্তিতে সকল ঠিকা শ্রমিককে স্থায়ী কর্মীদের সমান মজুরী ও অন্যান্য সুবিধা দিতে হবে।

১২। বোনাস, ই এস আই, প্রভিডেন্ট ফান্ড আইনের যোগ্যতাসীমা প্রত্যাহার করতে হবে। গ্র্যাচুইটির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

১৩। আবেদনের ৪৫ দিনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন দিতে হবে। আই এল ও কনভেনশন নং ৮৭ এবং ৯৮ ভারত সরকারকে মান্যতা দিতে হবে।

১৪। শ্রম আইন সংস্কারের নামে শ্রমিকের অধিকার হরণ করে মধ্যযুগীয় দাসপ্রথা প্রচলনের চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে।

১৫। রেল, বীমা এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সরাসরি বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ বন্ধ করতে হবে।